# বৃত্তির আওতায় আসছে আরও ৯ লাখ কারিগরি শিক্ষার্থী

**মামুন আবদুল্লাহ**

মানবসম্পদ উন্নয়নে পলিটেকনিক ও ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম শক্তিশালী করতে চায় বিশ্বব্যাংক। এসব ইনস্টিটিউটের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে চায় সংস্থাটি। এজন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন শীর্ষক এক চলমান প্রকল্পে আরও ২০০ কোটি টাকার সহায়তা পাচ্ছে সরকার। এতে করে এ প্রকল্পের আওতায় আরও ৯ লাখ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। শিগগিরই বিশ্বব্যাংক ও কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির (সিডা) সঙ্গে সরকারের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা রয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

বিশ্বব্যাংক দিচ্ছে ২০০ কোটি টাকার সহায়তা

ইআরডি সূত্র জানায়, স্কিল অ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (এসটিইপি) শীর্ষক প্রকল্পে মাল্টি ডোনার ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় সিডা কর্তৃক ২০০ কোটি ৩০ লাখ টাকার সহায়তা পাওয়া যাবে। এর মধ্যে অনুদানের পরিমাণ হবে ১৬ দশমিক ৭১ মার্কিন ডলার, যা দেশীয় অর্থে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩৫ কোটি টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর এ প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, চলমান এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসংক্রান্ত নির্বাচিত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা। এছাড়া সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ ও কারিগরি শিক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে অধিক কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। ২০১০ সাল থেকে এটি বাস্তবায়ন হচ্ছে। বর্তমানে এসব প্রতিষ্ঠানের ১৬ লাখ শিক্ষার্থীকে আর্থিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে। কিন্তু দাতা সংস্থাদের অনুকূলে বরাদ্দ বাড়ানোর মাধ্যমে আরও ৯ লাখ শিক্ষার্থীকে বৃত্তির আওতায় আনা সম্ভব হবে।

প্রকল্পের আওতায় যোগ্য হিসেবে বিবেচিত সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের আগ্রহী শিক্ষার্থীদের সামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে। এজন্য দেশের ৩৩টি পলিটেকনিককে ৭ কোটি টাকা করে অনুদান দেয়া হয়েছে। এছাড়া ৫০টি সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের অনুদান দেয়া হয়েছে।

বর্তমানে এ প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বাড়ানোর ফলে অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৩৩ করা হবে। আর সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৫০ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ করা হবে। যাতে করে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৬ লাখ থেকে বাড়িয়ে ২৫ লাখে উন্নীত করা সম্ভব হবে। ২০১০ সালে বিশ্বব্যাংক ও সিডার ৫৭৩ কোটি টাকা সহায়তার ভিত্তিতে ৬৩৪ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেয় সরকার। চলতি বছরে এ প্রকল্পের মেয়াদ ২০১৬ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়। এতে ব্যয় বাড়ানো হয় প্রায় ৩২ ভাগ। ব্যয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক ও সিডা আরও ২০০ কোটি টাকার সহায়তা প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করে।